মেহেরপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালতে ৫ জনের জরিমানা

মেহেরপুরে সরকারি নির্দেশ অমান্য করে শহরের রাস্তায় বিনা কারনে চলাচলের দায়ে ৫ জনের নিকট থেকে জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

সোমবার দুপুরের দিকে মেহেরপুর শহরের বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ অভিযান চালানো হয়।

সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো মাহমুদুল হাসান এর নেতৃত্বে মেহেরপুর শহরের পুরাতন বাসস্ট্যান্ড এলাকায় ৪ জনের ও থানা পাড়ায় ১ জনের জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

মেপ্র/এমএফআর

মেহেরপুরে মউক এর উদ্যোগে জীবাণুনাশক স্প্রে ও মাস্ক বিতরণ

মেহেরপুরে মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) এর উদ্যোগে মাস্ক বিতরণ ও জীবাণুনাশক স্প্রে করা হয়েছে।
সোমবার সকাল থেকে দিনব্যাপী মেহেরপুর সদর ও মুজিবনগর উপজেলার প্রধান সড়কে জীবণুনাশক স্প্রে করা হয়। সেই সাথে পথচারি সাধারণ মানুষের মাঝে মাস্ক বিতরণ করা হয়।

মেহেরপুরের প্রবেশ পথ দরবেশপুর থেকে এই কাজ শুরু হয়। সেখানে উদ্বোধন করেন সদর উপজেলার ভাইস চেয়ারম্যান মোনিনুল ইসলাম। পরে মুজবনগরে জীবাণুনাশক স্প্রে করা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ওসমান গনি।

মানব উন্নয় কেন্দ্র (মউক) এর কার্যালয় আমঝুপি থেকে এই কাজের শুভ

সূচনা করেন মউক এর নির্বাহী পরিচালক আশাদুজ্জামান সেলিম।
সার্বিক সহযোগীতা করেন মউক এর প্রোগ্রাম ম্যানেজার মুরাদ আলী, ফাহমিদা খাতুন, মানবাধীকার কর্মি সাদ আহম্মেদ, ভলেন্টিয়ার সানজিদা খাতুন, ওয়াজেদ আলী।
মেপ্র/এমএফআর

দামুড়হুদায় আগুনে পুড়ে বিধবার মৃত্যূ

দামুড়হুদায় ঘরে আগুন লেগে আনোয়ারা বেগম (৭৫) নামে এক বিধবার মৃত্যু হয়েছে। শনিবার দিনগত রাত দেড়টার দিকে দামুড়হুদার রঘুনাথপুর গ্রামে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।

আজ রবিবার সকাল ১০টার দিকে তার দাফন সম্পন্ন হয়েছে। আনোয়ারা বেগম একই গ্রামের মৃত আবদিল মোল্লার স্ত্রী।

প্রতিবেশীরা জানান, তিন সন্তানের জননী বিধবা আনোয়ারা বেগম নিজের জমিতে একটি ঘর বানিয়ে একাই বসবাস করতেন। তার বসতঘরের ভেতরে প্রচুর পরিমাণ জ্বালানি কাঠ রাখা ছিল। রাত দেড়টার দিকে ঘরে আগুন জ্বলতে দেখে প্রতিবেশীরা চিৎকার করলে গ্রামবাসী ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর আগেই ঘরে থাকা সকল জ্বালানি কাঠসহ ঘরের সকল মালামাল পুড়ে শেষ হয়ে যায়।

এ সময় ঘরে থাকা আনোয়ারা বেগম আগুনে পুড়ে মারা যায়। কিভাবে আগুন লাগলো কেউ বলতে না পারলেও অনেকের ধারনা বিধবার ঘরের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া বৈদ্যুতিক তার থেকে আগুন লাগতে পারে। আজ রবিবার সকাল ১০টার দিকে স্থানীয় কবরস্থানে তার দাফন সম্পন্ন হয়।

দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গায় দুরত্ব বজায় রেখে হতদরিদ্রদের মাঝে চাল বিতরণ

করোনা ভাইরাসের কারণে দরিদ্র ও ছিন্নমূল মানুষদের খাদ্য সমস্যা নিরসনে দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গা কবরস্হানে সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে শেখ হাসিনার বাংলাদেশ–ক্ষুধা হবে নিরুদ্দেশ এ শ্লোগান কে সামনে রেখে খাদ্য বান্ধব কর্মসৃচি চাল বিতরণ করা হয়েছে।

আজ রবিবার সকাল ১০ টা হতে বিকাল ৫ টা পর্যন্ত দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গায় হতদরিদ্রদের মাঝে ১০ টাকা কেজি মৃল্যে প্রত্যেক কার্ডধারী কে ৩০ কেজি করে এ চাল বিতরণ করা হয়।

চাল বিতরণ করার সময় উপস্হিত ছিলেন কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক আব্দুস সালাম বিশ্বাস, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক হতদরিদ্র ডিলার মোস্তাফিজুর রহমান কচি, সার্বিক সহযোগিতা করেন মঞ্জুর রাশেদ তুহিন প্রমুখ।

মেহেরপুরে ৪র্থ দিনের মতো ত্রাণ নিয়ে বাড়ি বাড়ি গোলাম রসুল

চতুর্থ দিনের মতো ত্রাণ নিয়ে বাড়ি বাড়ি গিয়েছেন মেহেরপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম রসুল।

রবিবার দিনব্যাপী সদর উপজেলার আমদহ, মহাজনপুর, আনন্দবাস, দারিয়াপুর, মোনাখালীর ৩শ ৮৫ টি পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন৷

এ পর্যন্ত প্রায় ১৬শ কর্মহীন পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

করা হয়েছে।

পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত এই খাদ্য সামগ্রী বিতরণ অব্যাহত থাকবে বলে জানান চেয়ারম্যান গোলাম রসুল।

মেপ্র/এমএফআর

কর্মহীনদের পাশে মেহেরপুর পুলিশ সুপার

মেহেরপুরের কর্মহীনদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছেন পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলী।

রবিবার পুলিশ সুপার কার্যালয়ে ৬০ জন কর্মহীন মানুষের হাতে খাদ্য সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়।

করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে মেহেরপুরের এ পর্যন্ত প্রায় পাঁচশতাধীক কর্মহীনদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন পুলিশ সুপার।

পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত সবাইকে নিরাপদে ঘরে থাকার জন্য অনুরোধ করেন তিনি। সেই সাথে নিজ সামর্থ্য অনুযায়ি দরিদ্র মানুষের পাশে থাকার আশাবাদ ব্যক্ত করেন পুলিশ সুপার মুরাদ আলী।

ত্রাণ বিতরণে সহযোগিতা করেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শেখ জাহিদুল ইসলাম, জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ওসি রবিউল ইসলাম।

যেভাবে রাতের আঁধারে দাফন করা হয় খুনি মাজেদের লাশ

যেভাবে রাতের আঁধারে দাফন করা হয় খুনি মাজেদের লাশ,বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মস্বীকৃত খুনি মাজেদের ফাঁসি কার্যকরের পর ভোলার বোরহানউদ্দিন উপজেলার বাটামারা নিজ গ্রামে লাশ দাফন করার কথা থাকলেও স্থানীয়দের বাধার মুখে তা করা সম্ভব হয়নি।

বহু নাটকীয়তার পর কঠোর গোপনীয়তার মধ্যে শনিবার দিবাগত রাত ৩টার দিকে বৈরী আবহাওয়ার মধ্যে নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁও উপজেলার শম্ভুপুরা ইউনিয়নের হোসেনপুর এলাকায় মাজেদের শ্বশুরবাড়িতে লাশ দাফন করা হয়।

খুনি আবদুল মাজেদের শ্বশুরবাড়ির লোকজন অতি গোপনে লোকচক্ষুর অন্তরালে পারিবারিক কবরস্থানে তার লাশ দাফনের পরই তারা রাতের আঁধারে এলাকা ত্যাগ করে। এলাকাবাসী কিছুই টের পায়নি।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক শম্ভুপুরার হোসেনপুর এলাকার একাধিক ব্যক্তি জানান, শনিবার দিবাগত রাত ৩টার দিকে বঙ্গবন্ধুর খুনি আবদুল মাজেদের লাশ তার চাচা শ্বশুর আক্কাস আলী ও পরিবারের স্বজনরা অ্যাম্বুলেন্সযোগে হোসেনপুর এলাকায় নিয়ে আসেন।

এ সময় লাশের পেছনে প্রশাসন ও পুলিশের একাধিক গাড়ি টহলরত অবস্থায় ছিল। পরে বৈরী আবহাওয়ার মধ্যেই তড়িঘড়ি করে তার শ্বশুরবাড়ির ৪-৫ জন লোক মিলে প্রথমে জানাজা দেয়।

পরে খুব গোপনে লাশটি দাফন করে এলাকা ছেড়ে চলে যায়। সকালে এলাকাবাসী বিষয়টি জানার পর চরম ক্ষোভে ফেটে পড়েন এবং মাজেদের শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে ভিড় করেন।

তবে হোসেনপুর এলাকায় লাশ দাফনের বিষয়টি পুলিশ ও স্থানীয় প্রশাসনের কেউ আগে থেকে জানত না বলে দাবি করা হয়। তারা বিষয়টি পরে জেনেছেন বলে স্বীকার করেন।

হোসেনপুর এলাকায় বসবাসরত সোনারগাঁও থানা আওয়ামী লীগের সাবেক সহসভাপতি আবু সিদ্দিক মোল্লা জানান, আবদুল মাজেদ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। জাতীয় চার

নেতাকে হত্যা করেছে। তার মতো আত্মস্বীকৃত খুনির স্থান সোনারগাঁওয়ের পবিত্র মাটিতে হবে না। এ ব্যাপারে ওসমান গনি ও বীর মুক্তিযোদ্ধা জামান মোল্লা জানান, সোনারগাঁওয়ের পবিত্র ভূমিতে খুনি মাজেদের লাশ রাখতে দেয়া হবে না। এ ব্যাপারে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। প্রশাসন এগিয়ে না এলে মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযোদ্ধা সন্তান কমান্ডের নেতৃবৃন্দদের নিয়ে কবর থেকে লাশ তুলে মেঘনা নদীতে ভাসিয়ে দেয়া হবে।

সূএ-যুগান্তর

মেহেরপুরে ২৩ হাজার পরিবার পেয়েছে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ সহায়তা

মেহেরপুর জেলায় ২৩ হাজার ২৪৭টি পরিবার পেয়েছে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ সহযোগী।

করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় গত ২৪ তারিখ থেকে মেহেরপুরে চলছে অঘোষিত লক ডাউন।

জেলা প্রশাসন, সেনাবাহিনী, পুলিশ সামাজিক দুরত্ব নিশ্চিত করতে কজ করছেন।

এমন অবস্থায় অনেকেই কর্মহীন হয়ে পড়েছে। এজন্য জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে তালিকা তৈরি করে এ পর্যন্ত ২৩ হাজার ২৪৭ টি কর্মহীন পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

এছাড়াও এখনো ৬০৩ মে.টন চাল ও প্রায় ৮ লক্ষ টাকা মজুদ আছে যা পরবর্তী তে কর্মহীন পরিবারের সহযোগিতায় ব্যবহার করা হবে।

সেই সাথে ৩ লক্ষ টাকা শিশু খাদ্য নিশ্চিত করার জন্য মজুদ আছে।

রবিবার সকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে ভিডিও কনফারেন্সে

এসব তথ্য জানান জেলা প্রশাসক আতাউল গনি।

এছাড়াও তিনি বলেন, আমাদের মেহেরপুরে প্রায় ৮ লক্ষ মানুষের বসবাস। সে অনুযায়ী প্রায় ৯২ হাজার মানুষ প্রধানমন্ত্রীর খাদ্য সামগ্রী পেয়েছেন। মেহেরপুরে প্রতি ৮ জন ১ জন প্রধানমন্ত্রীর সহযোগিতা পেয়েছেন।

মেপ্র/এমএফআর

মেহেরপুর জেলা ট্রাফিক পুলিশের সচেতনতা মূলক প্রচার

করোনা ভাইরাস সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মেহেরপুর জেলা ট্রাফিক পুলিশের উদ্যোগে মেহেরপুরের শহরের বিভিন্ন এলাকায় সচেতনতামূলক প্রচারণা চালানো হয়েছে।

রবিবার সকালের দিকে মেহেরপুর ট্রাফিক পুলিশের সদস্যরা মেহেরপুর শহরের হোটেল বাজার মোড় থেকে শুরু করে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক সহ সদর উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় সচেতনতামূলক প্রচারণা চালাযনোর পরে কোট মোড়ে এসে এই অভিযান শেষ করে।পরে তারা জানায় তাদের এই অভিযান চলমান থাকবে।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও সেনাবাহিনীর অভিযান

মেহেরপুর শহরের নিমতলার মোড় এলাকায় রবিবার সকাল থেকে দুপুর পযন্ত অভিযান চালানো হয়।মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মহিদুল ইসলাম, বগুড়া সেনানিবাস ৪০